দৈনিক আমাদের সময়

তারিখ 22 SEP 2017
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

নারায়ণগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী চার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

শিক্ষক ও শিক্ষার্থী থাকলেও নেই পড়ালেখার পরিবেশ

আবদুস সালাম, নারায়ণগঞ্জ ●

অদক্ষতা, অব্যবস্থাপনা এবং শিক্ষকদের আর্থিক দুর্নীতির কারণে ভেঙে পড়েছে শত বছরের প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী নারায়ণগঞ্জের চারটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাব্যবস্থা। এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী থাকলেও নেই পড়ালেখার পরিবেশ। নেই ঐতিহ্যবাহী স্কুলগুলোর প্রতি সরকারি নজরদারি। ফলে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা পড়েছেন দুশ্চিন্তায়। দুর্নীতি এবং অনৈতিক কার্যকলাপের অভিযোগে একজন প্রধান শিক্ষককে ইতোমধ্যে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে– ১০৫ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত শহরের খানপুরের বার একাডেমি, ৯০ বছর আগে আমলাপাড়ায় প্রতিষ্ঠিত নারায়ণগঞ্জ গার্লস হাইস্কুল, ৮০ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত জয়গোবিন্দ হাইস্কুল ও শহরের প্রাণকেন্দ্র বঙ্গবন্ধু সড়কে অবস্থিত

এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৩

শিক্ষক ও শিক্ষার্থী থাকলেও

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) গণবিদ্যা নিকেতন। খানপুরের বার একাডেমিতে দুই শিফটে পড়ালেখা করে তিন হাজার শিক্ষার্থী। শিক্ষকের সংখ্যা প্রায় ৯০। বর্তমান প্রধান শিক্ষক মনিরুজ্জামান ২০০৮ সালে যোগদান করেন। তখন পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর তৎকালীন প্রেসসচিব ও স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র শামীম চৌধুরী। নারায়ণগঞ্জের বর্তমান দুই সংসদ সদস্য একেএম সেলিম ওসমান ও শামীম ওসমান এ স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র। প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ, চলতি বছর এসএসসি পরীক্ষার সময় প্রতিদিন সকালে প্রশ্নপত্র ফটোকপি করে পরীক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছে দিতেন তিনি। বিনিময়ে এক শ্রেণির অভিভাবকের কাছ থেকে পেতেন আর্থিক সুবিধা। প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা জানাজানি হলেও তার বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের আর্থিক অনুদানে নির্মিত স্কুলের বহুতল ভবনের নির্মাণ সামগ্রী দিয়ে নিজ বাড়িতে ছয়তলা ভবন নির্মাণ কাজে ব্যবহারের অভিযোগ করেন অভিভাবক জয়নাল আবেদিন। পরিচালনা পরিষদের সাবেক সভাপতি শামীম চৌধুরী জানান, গত জানুয়ারিতে তার কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়। কিন্তু স্কুলের পরিচালনা পরিষদ নির্বাচনের ব্যবস্থা না করে প্রধান শিক্ষক মনিরুজ্জামান ঢাকা শিক্ষা বোর্ড থেকে এডহক কমিটি অনুমোদন করিয়েছেন। এতে পড়ালেখার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। এডহক কমিটির সদস্যরা আর্থিক অনিয়মেও জড়িয়ে পড়ছেন। চলতি বছর এসএসসি পরীক্ষায় শিক্ষার্থীরা ভালো ফল করতে পারেনি।

তিনি আরও জানান, দুর্নীতি ও অনিয়মের কারণে মঙ্গলবার (১৮ সেপ্টেম্বর) এডহক কমিটির বিশেষ সভা করে প্রধান শিক্ষক মনিরুজ্জামানের সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

অভিভাবকদের অভিযোগ, প্রধান শিক্ষকের দুর্নীতি এবং আর্থিক অনিয়মের কারণেই পড়ালেখার মান নেমে যাচ্ছে। সম্প্রতি অভিভাবকরা প্রধান শিক্ষকের অপসারণ দাবিতে ঝাড়ু মিছিল করেছেন; জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়ও ঘেরাও করেছেন। কিন্তু কোনো প্রতিকার পাননি।

এ ব্যাপারে মনিরুজ্জামান জানান, অভিভাবক নয়, বাইরের কিছু লোক চক্রান্ত করে তাকে স্কুল থেকে বের করে দেয়ার পাঁয়তারা করছে। স্কুলের ম্যানেজিং কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য তারা তাকে চাপ দিচ্ছে। তবে দুর্নীতি ও অনিয়মের সঙ্গে জড়িত নয় বলে জানান তিনি।

নারায়ণগঞ্জ গার্লস হাইস্কুলে গত আট বছর ধরে নেই পরিচালনা পরিষদ। প্রধান শিক্ষক শীতল চন্দ্র সাহা ১৫ বছর ধরে দায়িত্ব পালন করছেন। সাবেক সাংসদ নাসিম ওসমানের স্বাক্ষর জাল করার অভিযোগে ৬ মাস কারাবরণ করেছেন তিনি। একাধিক ছাত্রীকে যৌন হয়রানির অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। রয়েছে বিদ্যালয়ের তহবিল তছরুপসহ নানা অভিযোগ। শীতল চন্দ্র সাহা স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত একজন শিক্ষকের মাধ্যমে এ স্কুলের ভেতরেই অনুমতি ছাড়া একটি প্রাথমিক স্কুল পরিচালনা করছেন। তার হিসাব-নিকাশ তিনি নিজেই রাখেন। বর্তমানে স্কুলটিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় এক হাজার। তার বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ প্রশাসন এবং বোর্ডের কাছে করা হলেও আছেন বহাল তবিয়তে। স্থানীয় সাংসদ সেলিম ওসমান এবং সাবেক জেলা প্রশাসক আনিছুর রহমান মিয়া স্কুলের সভাপতির দায়িত্বে থাকা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সঙ্গে শিক্ষানুরাগী কাসেম জামালকে দেখভালের অতিরিক্ত দায়িত্ব দিলেও গত এক বছরে স্কুলটিতে পড়ালেখার পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি। এরই মধ্যে প্রধান শিক্ষক জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের দিয়ে মিছিল করিয়েছেন; জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ঘেরাও কর্মসূচি পালন করে আলোচিত হয়েছেন। গত কয়েক বছর এসএসসি পরীক্ষার ফল আশানুরূপ না হলেও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমে অর্থের বিনিময়ে এটিকে স্কুল অ্যান্ড কলেজে রূপান্তরিত করা হয়েছে। মাত্র ১৫-২০ জন ছাত্রী নিয়ে কলেজ শাখা চলছে।

নানা অভিযোগের ব্যাপারে প্রধান শিক্ষক শীতল চন্দ্র সাহা জানান, তিনি একটি চক্রান্তের শিকার হয়ে কারাবরণ করেছেন। মামলার কারণে কমিটি না থাকায় তার সিদ্ধান্তেই অন্য একটি স্কুলের কেজি শাখা সকালের শিফটে এ স্কুলটির কক্ষ ব্যবহার করছে। এর বেশি তিনি কিছু বলতে রাজি হননি।

বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট আনোয়ার হোসেন অভিযোগ করেন, একজন নীতিহীন প্রধান শিক্ষকের কারণেই স্কুলটির শিক্ষার মানের অবনতি ঘটেছে। অভিভাবকরা এখন তাদের সন্তানকে এ স্কুলে ভর্তি করাতে আসেন না।

জয়গোবিন্দ হাইস্কুলটি শহরের পাইকপাড়ায় অবস্থিত। এক সময়ের ঐতিহ্যবাহী এ স্কুলটি অদক্ষতা, অব্যবস্থাপনা এবং যোগ্য শিক্ষকের অভাবে ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। স্কুলে বর্তমানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা দেড় হাজার বলে জানিয়েছেন প্রধান শিক্ষক তরিকুল ইসলাম। স্কুল পরিচালনা পরিষদের সাবেক সদস্য জহিরুল ইসলাম জানান, এ স্কুলটিতে শিক্ষার মান বজায় রাখার জন্য আমরা গত ৮ বছর ধরে চেষ্টা করছি। কিন্তু স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি ও রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে শিক্ষার মান উন্নত করতে পারিনি। এটা আমাদের ব্যর্থতা। তিনি আরও জানান, বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির অদক্ষতা এবং শিক্ষকদের দায়িত্ব পালনে অবহেলাই এর অন্যতম কারণ। কমিটিতে রাজনৈতিক প্রভাবে এমন ব্যক্তিরা আসেন, যারা শিক্ষার পরিবেশে নিজেরাই বিঘ্ন ঘটান।

বঙ্গবন্ধু সড়কে অবস্থিত গণবিদ্যা নিকেতনে মূলত নিম্ন আয়ের মানুষের সন্তানরাই বেশি পড়ালেখা করে। এক সময় স্কুলটিতে পড়ালেখার মান ভালো ছিল। শিক্ষার্থীরাও মেধাবী ছিল। গত ১০ বছর ধরে স্কুলের পরিচালনা পরিষদে রয়েছে অভ্যন্তরীণ কোন্দল। শিক্ষকদের দলাদলির কারণে পড়ালেখার মান ক্রমেই নিম্নগামী। স্কুলের শিক্ষকরাও তাদের সন্তানদের এ স্কুলে ভর্তি করাচ্ছেন না। প্রধান শিক্ষক আবদুল কাইউম জানান, গণবিদ্যা নিকেতনে দুই শিফটে ৬ হাজার শিক্ষার্থী পড়ালেখা করছে। পরিচালনা পরিষদের দ্বন্দ্বের কারণে বিদ্যালয়টির পড়ালেখার মান বজায় রাখা যাচ্ছে না বলে মনে করেন প্রধান শিক্ষক। অভিভাবক আলমগীর হোসেন অভিযোগ করেন, পরিচালনা পরিষদের সদস্য ও শিক্ষকরা ব্যবস্থাপনা ও পাঠদানের চেয়ে বেশি ব্যস্ত থাকেন স্কুলের তহবিল লুটপাটে। নানা অনিয়মের কারণে পরিচালনা পরিষদের চার সদস্য পদত্যাগ করলেও শিক্ষাবোর্ড তা গ্রহণ করেনি।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়ন্ত্রণ এবং দেখভালের দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলা শিক্ষা কর্মকর্তারা। তারা নিয়মিতভাবে স্কুলগুলো পরিদর্শনে যান না বলে অভিযোগ শিক্ষকদের। এ ব্যাপারে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা শরীফুল ইসলামের কাছে জানতে চাইলে তিনি জানান, ব্যস্ত আছেন। পরে যোগাযোগ করতে বলেন। পরে যোগাযোগ করা হলে তিনি নিজ দায়িত্বের বিষয়টি এড়িয়ে গিয়ে বলেন, আমি নতুন যোগদান করেছি। এসব স্কুলে শিক্ষার পরিবেশ রক্ষার দায়িত্ব প্রধান শিক্ষক এবং পরিচালনা পরিষদের। আরও বলেন, অনেক স্কুলের বিরুদ্ধে তার কাছে অভিযোগ রয়েছে। এসব অভিযোগ নিয়ে একটি রিপোর্ট তৈরি করে জেলা প্রশাসকের কাছে জমা দেবেন বলেও জানান তিনি।